

রোম দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে - নম্বর চার

পুরোনো বতিরকগুলোর পুনরুজ্জীবন: অ্যাডভেন্টবাদে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা নিয়ে লড়াই

Jeff Pippenger
2024-08-08

আমাদের আগভোগেই সতর্ক করা হয়েছে যে "পুরোনো বতিরকগুলো" শেষে দনিগুলোতে পুনরায় উত্থাপিত হবে।

"ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতকে চিত্রিত করে। সেই সংঘাত এখনও চলমান। যা যা ঘটছে, তা আবারও ঘটবে। পুরোনো বতিরকগুলো পুনরুজ্জীবিত হবে, আর নতুন নতুন তত্ত্ব ক্রমাগত উদ্ভূত হবে।" সলিক্লেডে মসেজেসে, বই ২, ১০৯.

সব ক্ষতেরই সসেব পুরোনো বতিরক ছিল আধুনিক রোমে ভূমিকাকে কৃষ্ণণ করার শয়তানি প্রচেষ্টা, কারণ দর্শন প্রত্যাখ্যান করে শেষে কালরে পোপীয় রোমই। অ্যাডভেন্টজিমে ইতিহাসে এই সত্যের বেশে কয়েকটি উদাহরণ আছে। প্রথম উদাহরণটি ছিল প্রোটস্ট্যান্টদের সঙ্গে মলিরাইটদের বতিরক, যা ১৮৪৩ সালের পাইওনিয়ার চার্টে উপস্থাপিত হয়েছে। পবিত্র ১৮৪৩ সালের পাইওনিয়ার চার্টে, যা "প্রভুর দ্বারা নির্দেশিত ছিল এবং পরবর্তন করা উচিত নয়," যে একমাত্র উল্লেখটি ঈশ্বরের বাক্যের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যকে সরাসরি নির্দেশে করত না, সটে ছিল সেই সময়ের প্রোটস্ট্যান্টদের সঙ্গে মলিরাইটদের বতিরকের উপস্থাপন। প্রোটস্ট্যান্টরা দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়, চতুর্দশ পদে "তোমার জনগণের লুটরোরা" কথাটিকে অ্যান্টিগিকাস ইপিফানসে হসিবে চিহ্নিত করছিলেন, আর মলিরাইটরা জানত যে তা রোমই।

১৬৪ অ্যান্টিগিকাস ইপিফানসে মৃত্যু, যিনি অবশ্যই রাজপুত্রদের রাজপুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি, কারণ রাজপুত্রদের রাজপুত্রের জন্মের ১৬৪ বছর আগেই তিনি মৃত ছিলেন। ১৮৪৩ পাইওনিয়ার চার্ট।

এরপর দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে 'উত্তরের রাজা'র সঠিক পরিচয় নিয়ে জেমস হোয়াইট ও ইউরয়িহ স্মিথের মধ্যে বতিরক হয়। জেমস একাদশ অধ্যায়ের শেষে পদগুলিতে 'উত্তরের রাজা'কে পোপীয় রোম—অথবা আর্মি যাকে আধুনিক রোম বলি—হসিবে শনাক্ত করতে ঠকিই ছিলেন। স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের ছত্রিশ নম্বর পদে 'উত্তরের রাজা' ছিলি নাস্তিকি ফ্রান্স।

পদ ৩৬। আর রাজা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে; এবং সে নিজেকে উচ্চ করবে, এবং প্রত্যেককে দবেতার উর্ধ্বে নিজেকে মহান করবে, এবং দবেতাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বসিময়কর কথা বলবে, এবং করোধে সমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত সে সফল হবে; কারণ যা নির্ধারিত হয়েছে তা-ই সম্পন্ন হবে।

এখানে উপস্থাপিত রাজা শেষবার উল্লেখিত একই ক্ষমতাকে—অর্থাৎ পোপীয় ক্ষমতাকে—বোঝায় না; কারণ সেই ক্ষমতার ক্ষত্রে এই বিবরণসমূহ প্রয়োগ করলে তা খাটে না। উরয়িহ স্মিথ, ড্যানিয়েলে অ্যান্ড রভিলেশন, ২৯২।

স্মৃতি নজিরে 'ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা' ঢুকিয়েছেন যখন তিনি বিলছেন, 'এখানে যে রাজাকে পরচিহ্ন করানো হয়েছে, তিনি শেষবার যে শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থাৎ পোপীয় ক্ষমতা—তার সমার্থক হতে পারেন না; কারণ সেই ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই বর্ণনাগুলো খাটবে না।' ঈশ্বরের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না, এবং পাঠ্যের সুস্পষ্ট ব্যাকরণগত কাঠামোকে অস্বীকার করতে মানবীয় যুক্তি ব্যবহার করা ব্যাকরণগতভাবে ভুল। ঐ পদে 'এবং রাজা' বলা হয়েছে, যা দাবি করে যে যে রাজাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তিনি আগের অংশে উপস্থাপিত একই রাজা। নতুন কোনো রাজার কোনো প্রমাণ নেই, এবং স্মৃতি নিশ্চিত করে যে 'শেষবার যাই একই শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে' সঠিক ছিল 'পোপীয় ক্ষমতা'। তিনি তাঁর বইয়ে স্বীকার করেন যে একত্রিশ নম্বর পদ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর পদ পর্যন্ত পোপীয় ক্ষমতারই কথা বলা হয়েছে, এবং ছত্রিশ নম্বর পদে নতুন কোনো রাজাকে শনাক্ত করার মতো ব্যাকরণগত প্রমাণ না থাকায়, তিনি শুধু যুক্তি দিয়ে যে পঁয়ত্রিশের পরের পদগুলো পোপীয় ক্ষমতার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে না। অতএব তিনি ফ্রান্স সম্পর্কে নজিরে মতামত ঢোকান।

যখন স্মৃতি চল্লিশতম পদ নিয়ে আলোচনা করেন, তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় তিনি যে ত্রুটিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভিত্তি নির্মাণ করছেন, তা তাকে এক তিনি-পক্ষীয় যুদ্ধ শনাক্ত করতে বাধ্য করে; তার অনুমান অনুযায়ী 'দক্ষিণের রাজা' হল মশির, যে ঐ পদে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 'ধাক্কা দেয়', আর তুরস্ককে তিনি 'উত্তরের রাজা' হিসেবে চিহ্নিত করেন, যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও আসে। এই অতিরিক্ত মানবীয় ব্যাখ্যা একটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডলে দাঁড় করায়, যার দ্বারা স্মৃতি এক আকস্মিক আরমাগডেন চিহ্নিত করেন—যেখানে তুরস্ক জেরুজালেমের অভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং মাইকলে উঠে দাঁড়ালে মানবের পরীক্ষাকালরে সমাপ্তি চিহ্নিত হয়। অ্যাডভেন্টজিমে ইতিহাসে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যগুলো এমন প্রয়োগে ভ্রান্ত সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য উরাইয়া স্মৃতির ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা নয়, বরং কেবল তিনি যখন তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাটি প্রচার করতে শুরু করলেন তখন যে বতিরকারে সৃষ্টি হয়েছিল তা চিহ্নিত করা; কারণ জেমস হোয়াইট তার ভ্রান্ত দৃষ্টিভিঙারি বরোধিতা করায় এটা অ্যাডভেন্টজিমে বতিরকারে আরকেটা ধারা হয়ে ওঠে, যেখানে রোমের সঠিক শনাক্তকরণকে একটা ভুল প্রয়োগে মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়েছিল।

এছাড়াও দানয়িলে পুস্তকে "the daily" নিয়ে একটা দীর্ঘদনিব্যাপী বতিরকার ছিল, যখন লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ "the daily"-কে খ্রিস্টের পবতিরস্থানে সর্বোচ্চ হিসেবে চিহ্নিত করা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করছিল, যা প্রতীতি ভিত্তিমূলক সত্যের পরপিন্থী ছিল যে "the daily" ছিল পৌত্তলিক রোমের প্রতীক।

"তারপর আমি 'দৈনিক' (দানয়িলে ৮:১২) সম্পর্কে দেখলাম যে 'বলদান' শব্দটা মানব জ্ঞান দ্বারা সংযোজিত, এবং তা পাঠ্যের অংশ নয়; আর প্রভু যারা বচার-ঘণ্টার আহ্বান দিয়েছিল তাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভিঙা দিয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালের আগে, যখন ঐ কথ ছিল, প্রায় সবাই 'দৈনিক' বিষয়ের সঠিক দৃষ্টিভিঙাতি ঐ কথবদ্ধ ছিল; কিন্তু ১৮৪৪ সালের পর থেকে যে বিভিন্ন সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অন্যান্য মত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং অন্ধকার ও ভ্রান্ত অনুসরণ করেছে। ১৮৪৪ সালের পর থেকে সময় কোনো পরীক্ষা হয়নি, এবং আর কখনোই তা পরীক্ষা হবে না।" আর্ল রাইটসি, ৭৪।

শেষ সময়ে, ১৯৮৯ সালে, যখন দানয়িলে একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ উন্মোচিত হয়েছিল, তখন উত্তরের রাজাকে পোপীয় রোম হিসেবে স্বীকৃত করা হয়েছিল, যমেন ইউরাইয়া

স্মৃতিরে সঙ্গে তাঁর বতিরক্কে জেমস হোয়াইট পূর্ববহে তা চহ্নিতি করছেলিনে। স্মৃতিরে ভরান্ত খিণ্ডন করতে হোয়াইট 'পঙ্কুতরি উপর পঙ্কুত' পদ্ধতি প্রয়োগ করছেলিনে। হোয়াইট যুক্ত দিচ্ছেলিনে, যদি দানয়িলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্বকৃত শেষে শক্তি, দানয়িলে সপ্তম অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্বকৃত শেষে শক্তি, এবং দানয়িলে অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্বকৃত শেষে শক্তি—সবই রোম হয়, তবে তিনিট সাক্ষরখোর ভিত্তিতে দানয়িলে একাদশ অধ্যায়ে যার পরসিমাপ্ত ঘটে, সেই শক্তিও রোম; স্মৃতিরে দাবি অনুযায়ী তুরস্ক নয়।

তৃতীয় স্ববর্গদূতরে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক আন্দোলন, যা ১৯৮৯ সালে শুরু হয়েছিল, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরেরে অল্প পরেই যোয়লেরে প্রথম অধ্যায় নিয়ে এক বতিরক্কেরে মুখোমুখি হয়। প্রথম পাঁচটি পদরে মধ্যহে দুই সাক্ষী—প্রথমে প্রজন্মসমূহ, পরে পোকামাকড়—রোমেরে দ্বারা অ্যাডভেন্টজিমেরে ওপর আনীত এক ক্রমবর্ধমান ধ্বংসকে চহ্নিতি করে। ইশাইয়ার মতে ভবষ্টিদ্বাণীতে "মদ্যপরা" হল "যরিশালমেকে শাসনকারী উপহাসকারী লোকেরো"। তারা চতুর্থ এবং চূড়ান্ত প্রজন্মে জেগে ওঠে। এই ক্রমবর্ধমান ধ্বংসটি আত্মকি ধ্বংস, কারণ এটি শেষকালরে যরিশালমেকে উদ্দেশে করে; এবং ১৮৬৩ সালের বদিরোহ থেকে শুরু করে লাওদাকীয় সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টসিটার ক্রমে ক্রমে রোমেরে মতবাদগুলি আত্মস্ব করছে।

প্রভুর সেই বাক্য যা পথেএলেরে পুত্র যোয়লেরে কাছে এসছিলি। হে প্রবীণরা, এটি শিোন; হে দেশেরে সব অধিবাসী, করণপাত করো। এ কতিোমাদেরে দনি ঘটেছে, না কতিোমাদেরে পতিপুরুষদেরে দনিও? তোমরা তোমাদেরে সন্তানদেরে এ কথা বলো, আর তোমাদেরে সন্তানরা তাদেরে সন্তানদেরে বলুক, আর তাদেরে সন্তানরা আরকে প্রজন্মকে। যা গোকীট রখে গেছে, তা পঙ্গপাল খয়ে ফলেছে; যা পঙ্গপাল রখে গেছে, তা ফসলখকেো কীট খয়ে ফলেছে; আর যা ফসলখকেো কীট রখে গেছে, তা শূয়োপোকা খয়ে ফলেছে। জাগো, হে মদ্যপরা, এবং কঁদে ওঠ; হে সকল মদপায়ী, বলিাপ কর, নতুন দ্রাক্ষারসরে জন্ম, কারণ তা তোমাদেরে মুখ থেকে কটে নেওয়া হয়েছে। যোয়লে ১:১-৫।

নডি ইয়র্ক সাটিরি বশিাল ভবনগুলো ধসে পড়ার পর, বোঝা গেলে যে তখন "শেষে বৃষ্টি" "ছটিয়ি" পড়া শুরু হয়েছে, এবং হাবাক্কুকেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে বতিরক্কটি মিলিরাইট ইতহিসে পূরণ হয়েছিল, তা আবারও শুরু হয়েছে। বতিরক্কটি ছিলি সঠিকি ভবষ্টিদ্বাণীমূলক পদ্ধতি নিয়ে।

আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, এবং মনিারেরে উপর উঠে অবস্থান করব; তিনি আমাকে কী বলবে এবং যখন আমাকে তরিস্কার করা হবে তখন আমি কী উত্তর দেবে, তা দেখবার জন্ম আমলিক্ষ রাখব। আর প্রভু আমাকে উত্তর দিবে বললনে, দর্শনটি লিখে ফলে, এবং ফলকগুলোর উপর তা স্পষ্ট করে দাও, যাত যে পড়ে সে দোঁড়াত পাবে। কারণ দর্শনটি এখনও এক নির্ধারণি সময়েরে জন্ম; কিন্তু অন্তে তা কথা বলবে এবং মথিয়া বলবে না। যদিও তা বলিম্ব করে, তার জন্ম অপেক্ষা করে; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বলিম্ব করবে না। দেখে, যার পুরাণ অহংকারে ফুলে উঠছে, তার মধ্যমে সোজা কছি নহে; কিন্তু ধার্মিকি ব্যক্তিতার বশ্বাসে বাঁচবে। হ্যাঁ, আরও, মদেরে কারণে সে অবাধ্য হয়; সে অহংকারী মানুষ, নিজেরে গৃহে স্থির থাকে না; তার আকাঙ্ক্ষা পাতালেরে মতো প্রসারিত হয়, এবং সে মৃত্যুর মতো—কখনও তৃপ্ত হয় না; বরং সে নিজেরে কাছে সব জাতকি জড়ো করে, এবং সব জনগণকে নিজেরে জন্ম সঞ্চেয় করে। হবক্কুক ২:১-৫।

হাবাক্কূক অধ্যায় দুই-এর পরীক্ষা ছিল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের পরীক্ষার প্রাকরূপ, যা শুরু হয়েছিল যখন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ে পরাক্রমশালী স্ববর্গদূত অবতীর্ণ হলেন। এরপর বতিরূক শুরু হলো তাদের মধ্যে, যারা ১৮৪৩ সালের পাইগনিয়ার চারটে উপস্থাপিত অ্যাডভেন্টবাদে ভিত্তি ওপর দাঁড়িয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে যারা হাবাক্কূকের মতে "মদরে দ্বারা" অপরাধ করে এবং যারা যোষেলে "মদ্যপ" ছিল—যারা তখন "জগে উঠল", কিন্তু তাদের "মুখ" থেকে "নতুন মদ" কটে ফেলা হলো।

প্রথম পদে হিব্রু শব্দ "reproved" এর অর্থ "argued with"। মলিরোইট প্রহরীদের যে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তা ১৮৪৩ সালের অগ্রদূত চারটে উপস্থাপিত হয়েছিল, যা ১৮৪২ সালের মে মাসে এই পদসমূহের পরিপূর্ণতায় প্রস্তুত করা হয়। এক শ্রুণে যারা বিশ্বাসে জীবনযাপন করত, সেই সময়ে ভাববাদী বর্তমান সত্যের বার্তা নিয়ে আরকে শ্রুণেরি সঙ্গে বতিরূক ছিল—যারা মদরে দ্বারা পাপে লিপ্ত ছিল। তারা হল যোষেলে মদ্যপেরা, যারা জগে দেখে যে মদ—যা শিক্কার পরতীক—তাদের মুখ থেকে কটে নেওয়া হয়েছে। তারা যশিয়ার ইফ্রাইমের মদ্যপেরা, যারা যরিশালমে শাসন করে এবং সীলমোহর করা গ্রন্থটি বুঝতে অক্ষম।

হায়, অহংকারের মুকুট, এফ্রয়মের মদ্যপগণ, যাদের মহিমাবিত্তি সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাওয়া ফুলের ন্যায়, যা মদরে দ্বারা পরাস্তদের উর্বর উপত্যকার শীর্ষে রয়েছে! দেখে, প্রভুর কাছে একজন পরাক্রান্ত ও শক্তমান রয়েছে, যিনি শিলিবৃষ্টির ঝড় ও বধিবংসী ঝঞ্ঝার মতো, প্রবল জলের প্লাবনের মতো উপচে পড়ে, হাতে করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করবেন। অহংকারের মুকুট—এফ্রয়মের মদ্যপরা—পায়ের তলায় পদদলতি হবে। ... স্থির হও, এবং বস্মিত হও; চণ্ডিকার করো, আর চোঁচো: তারা মাতল, কিন্তু মদে নয়; তারা টলে, কিন্তু শক্ত পানীয় নয়। ... অতএব প্রভুর বাক্য শোন, হে উপহাসকারী পুরুষগণ, যারা যরিশালমে থাকা এই জাতিকে শাসন কর। কারণ প্রভু তোমাদের উপর গভীর নদীর আত্মা ঢলে দিয়েছেন এবং তোমাদের চোঁখ বন্ধ করে দিয়েছেন; নবীরা ও তোমাদের শাসকরা—দ্রষ্টাগণ—তিনি টেকে দিয়েছেন। আর সব দর্শন তোমাদের কাছে এমন হয়েছে যেন এক মোহরবদ্ধ গ্রন্থের কথা ন্যায়; লোকেরা তা এক বিদ্বান ব্যক্তির হাতে দেয়, বলে, অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন; সে বলে, আমি পড়তে পারি না, কারণ এটি মোহরবদ্ধ। আর গ্রন্থটি এক অশিক্ষিত ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয়, বলা হয়, অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন; সে বলে, আমি অশিক্ষিত। Isaiah 28:1-3, 14; 29:9-12.

এফ্রাইমের মদ্যপরা আর ঈশ্বরের ভাববাণীতে বিশ্বাস করে চলা লোকদের মধ্যে হাবাক্কূকের যে বতিরূক, ইসাইয়ার সাক্ষ্যে সটেকে সঠিক বনাম ভুল পদ্ধতি নিয়ে বতিরূক হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে; কারণ ইসাইয়া চিহ্নিত করেছেন যে 'শ্লোকের উপর শ্লোক' পদ্ধতিই মদ্যপদের হোঁচট খাওয়া ও মৃত্যুর চুক্তিতে প্রবশের কারণ।

কিন্তু তারাও মদরে কারণে ভ্রান্ত হয়েছে, এবং মদ্যপ পানীয়ের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; যাজক ও নবী মদ্যপ পানীয়ের কারণে ভ্রান্ত হয়েছে, তারা মদে ডুবে গেছে, মদ্যপ পানীয়ের দ্বারা পথ থেকে সরে গেছে; তারা দর্শনে ভুল করে, বিচারে হোঁচট খায়। কারণ সব টবেলি বর্মী ও অশুচিতায় পরিপূর্ণ, ফলে কোনো স্থানই পরিস্কার নয়। তিনি কাক জ্ঞান শেখাবেন? কাকে তিনি শিক্ষা বুঝতে শেখাবেন? যারা দুখ থেকে ছাড়ানো, এবং স্তন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের? কারণ বধিান উপর বধিান, বধিান উপর বধিান; পঙ্কুত উপর পঙ্কুত, পঙ্কুত উপর পঙ্কুত; এখানে একটু, ওখানে একটু। কারণ ততোতলানো ঠোঁট এবং অন্য ভাষা দিয়ে তিনি এই জাতের সঙ্গে কথা বলবেন। যাদের তিনি বিলছিলেন, এটাই সেই বশিরাম যার দ্বারা তোমরা কলান্তদের বশিরাম দিতে পার; এবং এটাই সেই সতজতা;

তবু তারা শুনল না। কনিতু প্রভুর বাক্য তাদের কাছে হয়ে উঠল—বধিান উপর বধিান, বধিান উপর বধিান; পণ্ডুক্তি উপর পণ্ডুক্তি, পণ্ডুক্তি উপর পণ্ডুক্তি; এখানে একটু ওখানে একটু—যনে তারা গিয়ে পছেন পড়ে, ভেঙে যায়, ফাঁদে পড়ে এবং ধরা পড়ে। অতএব, প্রভুর বাক্য শোনে, হে উপহাসকারী পুরুষেরা, তোমরা যারা যরিশালমে এই জনগণকে শাসন করো। কারণ তোমরা বলছে, আমরা মৃত্যুর সঙ্গে একটা চুক্তি করছি, এবং পাতালরে সঙ্গে আমরা সমঝোতাষ আছি; যখন অতপিবল বতেরাঘাত অতকিরম করবে, তা আমাদের কাছে আসবে না; কারণ আমরা মথিয়াকে আমাদের আশ্রয় করছি, এবং অসত্বরে আড়ালে আমরা নজিদেরে লুকয়িছি। ইশাইয়া ২৮:৭-১৫।

তারপর যশাইয় চহিনতি করনে যে ঈশ্বর হবক্কুকরে বতিরক্কে যে বযিষটি স্থাপন করছেলিনে, যা মদ্যপদরে উপর বচার আনবে, সটো ছিল সেই ভিত্তিপিরস্তর—লবীয় পুস্তকরে ছাব্বিশি অধ্যায়রে 'সাতগুণ'—যা ছিল প্রথম সময়সংক্রান্ত ভবযিষদ্বাণী, যা গাব্রয়িলে ও স্ববর্গদূতরা উইলিয়াম মলিারকে বুঝতে পরচালতি করছেলিনে।

অতএব প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলনে, দখে, আমসিয়োনে ভিত্তিহিসিবে এক প্রস্তুত স্থাপন করছি—পরীক্ষতি প্রস্তুত, মহামূল্য কোগার প্রস্তুত, দৃঢ় ভিত্তি; যে বশি্বাস করে, সে তাড়াহুড়ো করবে না। বচারক্কে আমসিপরে দড়া করব, আর ধার্মকিতাক্কে লম্বদড়া করব; আর শলিবৃষ্টি মথিয়ার আশ্রয়ক্কে ঝটোয়ি সরয়ি দেবে, আর জল লুকানোর স্থানক্কে প্লাবতি করবে। তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে করা চুক্তরিদ হবে, আর পাতালরে সঙ্গে তোমাদের সমঝোতা টকিববে না; যখন সেই প্রবাহমান বতেরাঘাত অতকিরম করবে, তখন তোমরা তাত পদদলতি হবে। ইশাইয়া ২৮:১৬-১৮।

প্রভু তাঁর লোকদের পুরাতন পথগুলোতে ফরিয়ি নেওয়ার অল্পদনি পরই, ১১ সেপ্টেম্বরে, ২০০১ থেকে শুরু করে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আসা একদল লোক সিদ্ধান্তে পোঁছায় যে যোয়লেরে চারটি পোকা তৃতীয় হায়-এর ইসলামরে প্রতীক। যখন "লাইন আপন লাইন" পদ্ধতিটি সেই শেষে প্রজন্মে ঈশ্বরের লোকদের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছিল, তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভবযিষদ্বাণীমূলক নীতি স্বীকৃত হয়। সেই নীতিটি হলো ভবযিষদ্বাণীর ত্রবিধি প্রয়োগ, আর যে গোস্ঠীটি নির্ধারণ করছিল যে যোয়লেরে চারটি প্রজন্ম তৃতীয় হায়-এর ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে, তারা তাদের ভুল প্রয়োগকে সমর্থন করতে ভবযিষদ্বাণীর ত্রবিধি প্রয়োগরে নযিমটি ভুলভাবে প্রয়োগ করছিল।

এরপর ২০১৪ সালরে সময়কালে গরটে ব্রটিনে ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা সমকামী "ওক" এজনেডার মাধ্যমে শয়তানক্কে এই আন্দোলনে প্রবশেরে সুযোগ দেওয়া হয়, যা দানয়িলে অধ্যায় এগারো, পদ এক থেকে পনরেতে উপস্থাপতি ইতিহাসরে ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ওপর তার আক্রমণ ভিত্তি করছিল। এই আন্দোলনে অনুপ্রবশে করে আক্রমণ চালানো প্রো-সমকামী নেতারা শেষে পর্যন্ত দাবি করনে যে অ্যাডভেন্টজিমকে রোমরে পোপরে কাছে কষমা চাইতে হবে, কারণ নাকি তারা খ্রিস্টবিরোধী, অর্থাৎ রোমরে পোপরে বিরুদ্ধে মথিয়া অভয়োগ এনছে। এই আক্রমণরে উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনটিকে ধ্বংস করা, এবং প্রধানত সেই অংশ (দানয়িলে ১১:১-১৫) নযিবে বিভিন্ন সৃষ্টি করা, যখনে "তোমার জাতরি দস্যুরা" চহিনতি হয়েছো।

এই সব বতিরক্কে ছিল শয়তানরে এক প্রচেষ্টা, যাতে পোপীয় রোমরে প্রতীক সম্পর্ককে বিভিন্ন সৃষ্টি হয়। যনি কিখনো বঁচে ছিলনে এমন সর্বাধিকি জ্ঞানীর মতে, সূর্যরে নীচে নতুন কছিই নই। আজও বতিরক্কে আবার রোমরে পরিচয় নির্ধারণ নযিবে, যাকে 'তোমার প্রজাদের লুটরোর' হিসিবে প্রতীকায়তি করা হয়েছো। নতুন ও বযক্গিত ব্যাখ্যাটি দাবি করে

যে 'তোমার প্রজাদেবে লুটেরোরা' হলো যুক্তরাষ্ট্র, এবং এতে স্পষ্টতই তারা জানে না যে এটি মিলিটারি ও প্রোটোস্ট্যান্টদের মধ্যে প্রথম যে বতিরক হয়েছিল, ঠিক সেই একই বতিরক; আর ষোড়শ শতাব্দীর লেখক জন হাইউডের নামে প্রচলিত পুরোনো প্রবাদটি বলে, 'যারা দেখতে চায় না, তাদের মতো অন্ধ আর কটে নাই।' তাঁর উক্তটির আরেকটি রূপ হলো, 'যারা শুনতে চায় না, তাদের মতো বধির আর কটে নাই।' বেশিরভাগই সম্ভবত জানেন না যে এই উক্তিটি হাইউডের নামে প্রচলিত, তমেনি তারা এ-ও বোঝেন না যে হাইউডের এই উক্তিটি বাইবেলের যেরিমিয়াহ, ইশাইয়া প্রভৃতি গ্রন্থের অংশ থেকে উদ্ভূত, এবং নতুন নয়িম যিশুও তা উদ্ধৃত করছেন।

এখন এই কথা শোনাও, হে মূর্খ ও বোধহীন জাতি; যাদের চোখ আছে, তারা দেখে না; যাদের কান আছে, তারা শোনে না। যেরিমিয়াহ ৫:২১।

দানিয়েলের "দুষ্ট" এবং মথরি "মূর্খ কুমারীরা"ই "জ্ঞানের বৃদ্ধি" বোঝে না। ১৯৮৯ সালের জ্ঞানের বৃদ্ধি মূলত এই স্বীকৃতি ছিল যে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ পোপীয় ক্রমতার চূড়ান্ত উত্থান ও পতনকে শনাক্ত করে—অথবা, যাকে আমিনাম দিয়েছিলাম আধুনিক রোম। ঐ পদগুলি যুক্তরাষ্ট্রকে চিহ্নিত করে, তবে কেবল পোপীয় ক্রমতার সঙ্গী যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটিই দেখায়। "দুষ্ট" ও "মূর্খ"দের "জ্ঞানী"দের সঙ্গী তুলনা করা হয়েছে, এবং অন্তিমি কালের জ্ঞানীরা ১৯৮৯ সালের জ্ঞানের বৃদ্ধি বোঝেন। মূর্খরা তারা, যাদের চোখ আছে কনিতু দেখে না, আর কান আছে কনিতু শোনে না।

আর আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলাম, তিনি বললেন, "আমি কাকে পাঠাব, আর আমাদের পক্ষে কে যাবে?" তখন আমি বললাম, "আমি আছি; আমাকে পাঠান।" তিনি বললেন, "যাও, এই জনগণকে বলো: তোমরা শোনাও বটে, কনিতু বোঝ না; তোমরা দেখো বটে, কনিতু উপলব্ধি করো না। এই জনগণের হৃদয়কে কঠোর করে দাও, তাদের কান ভারী করে দাও, আর তাদের চোখ বন্ধ করে দাও; যেন তারা তাদের চোখে না দেখে, তাদের কানে না শোনে, তাদের হৃদয়ে না বোঝে, না ফিরে আসে, এবং আরোগ্য না পায়।" ইশাইয়া ৬:৮-১০.

ইশাইয়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা হলেন সেইসব লোক, যারা দাবি করেন যে তারা "বর্তমান সত্য" বার্তার মধ্যে আছেন, যে বার্তাটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এসেছে; কারণ ইশাইয়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই অংশটিকে এমন সময়কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যখন "পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমায় পরিপূর্ণ"। ঈশ্বরের এক স্পর্শে নিউ ইয়র্ক সিটির মহা অট্টালিকাগুলো ফলে দেওয়া হয়েছিল যখন, তখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর তখনই পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় আলোকিত হয়েছিল।

রাজা উজ্জয়ীর মৃত্যুর বছরে আমি প্রভুকে দেখলাম—তিনি সিংহাসনে বসে আছেন, উচ্চ ও উন্নত; তাঁর বস্ত্রেরে প্রান্ত মন্দরি পূর্ণ করেছিল। তার উপরে সরোফমিরা দাঁড়িয়েছিল; প্রত্যেকেরে ছয়টি পাখা ছিল—দুই দ্বিগুণে সে তার মুখ ঢাকত, দুই দ্বিগুণে তার পা ঢাকত, এবং দুই দ্বিগুণে উড়ত। আর তারা একে অপরকে ডেকে বলছিল, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সনোবাহিনীর প্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ।" আর যে চিৎকার করছিল তার কণ্ঠে দরজার স্তম্ভগুলি কিপে উঠল, এবং গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হলো। ইশাইয়া ৬:১-৪।

সিসিটার হোয়াইট স্বর্গদূতের ঘোষণাকে সেই ঘটনার সঙ্গী যুক্ত করেন, যা চিহ্নিত করে সেই সময়কে, যখন প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত তার মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে।

যখন ঈশ্বর তাঁর জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা নিয়ে যশাইয়কে পাঠাতে উদ্যত হলেন, তিনি প্রথমতঃ নবীকে দর্শনে পবিত্রস্থানে অন্তঃপবিত্রস্থানে দৃষ্টিপাত করার অনুমতি দলিনে। হঠাৎ করে মন্দিরে ফটক ও অন্তররে পর্দা যেন উত্তোলিত বা সরিয়ে নেওয়া হলো, এবং তাঁকে ভেতরে—অন্তঃপবিত্রস্থানের দিকে—নরিবন্ধিনে তাকাবার অনুমতি দেওয়া হলো, যে স্থানে নবীর পা-ও রাখার অধিকার ছিল না। তাঁর সামনে উদিত হলো এক দর্শন: উচ্চে উন্নত সংহাসনে আসীন যহি়োবা, আর তাঁর মহিমার ছটা মন্দির পরপূর্ণ করে তুলছে। সংহাসনের চারদিকে ছিল সরোফমিরা, মহান রাজাকে ঘিরে প্রহরীর মতো, এবং তাঁদের পরবিশেষতঃ য়ে মহিমা ছিল, তা-ই তাঁদের মধ্যে প্রতিলিপি হচ্ছিল। তাঁদের স্তবগান ভক্তির গভীর সুরে অনুরণিত হলে, ফটকরে স্তম্ভগুলি কাঁপে উঠল, যেন ভূমিকম্পে কাঁপছে। পাপে অকলুষিত অধরে, ঐ স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের স্তবধ্বনি উত্সারিত করল। 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সনোবলীর সদাপ্রভু' তারা উচ্চারণ করল; 'সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরপূর্ণ।' [দেখুন: যশাইয় ৬:১-৮.]

সংহাসন ঘিরে থাকা সরোফমিরো ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে এমন ভক্তভীতি ও বস্মিয়ে পরপূর্ণ যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নজিদের দিকে আত্মমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না। তাদের স্তব সনোবাহিনীর প্রভুর জন্য। তারা যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকায়, যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরপূর্ণ হবে, তখন বজ্রের গান সুরলো স্তোত্রধ্বনিতে একজন থেকে আরেকজনের কাছে প্রতিলিপি হয়, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সনোবাহিনীর প্রভু।' গসপলে ওয়ারকার্স, ২১।

যশাইয়া, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হওয়া মোহরকরণের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন এক লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা বার্তা পেয়েছিলেন—যাদের চোখ ছিল, কিন্তু তারা দেখতে সদিধান্ত নয়নি, আর কান ছিল, কিন্তু তারা শুনতে সদিধান্ত নয়নি। আলফা ও ওমগো হিসেবে যীশু এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের মোহরকরণের সময়ে সমাপ্তকি সূচনার দ্বারা চিত্রিত করেন। শেষে আবারও যশাইয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত এক বার্তাবাহক থাকবে, যিনি এমন এক লোকদের কাছে বার্তা বহন করবেন যারা দেখতে ও শুনতে না-চায়। সেই বার্তাই এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের চূড়ান্ত শুদ্ধকরণ ঘটাবে। বার্তাটি হলো সত্যের বাক্য, যা ঈশ্বরের ভাববাদী সাক্ষ্য থেকে আনা হয়। সেই ভাববাদী সাক্ষ্যই হলো সেই "দর্শন", যা "তোমার জাতরি লুটরো" বলে প্রতীকায়িত য়ে ক্ষমতার দ্বারা প্রতিলিপি।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই প্রতিলিপি বতিরককে লাইন-পর-লাইনভাবে একটরি উপর আরকেটা রাখব। মলিরাইট রাখো, স্মৃতি ও হোয়াইটের রাখো, "দনৈকি" রাখো, "উত্তরের রাজা" ১৯৮৯-এর রাখো, যোয়লের পোকামাকড়ের রাখো এবং বর্তমান বতিরক। ছয়টি পুরোনো বতিরক, য়েগেলোকে লাইন-পর-লাইনভাবে দেখলে ১৮৪৩ সালের পাইওনয়ির চার্টে উপস্থাপিত প্রথম বতিরককে সত্যকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করে। সেই সত্যটি হলো, রোমই "তোমার জাতরি ডাকাতরা", যারা নজিদের উচ্চ করে, পরে পততি হয়, এবং দর্শনকে প্রতিলিপি করে।

"আমি দেখেছি য়ে ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাত দ্বারা নির্দেশিত ছিল, এবং এটি পরবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলো তিনি য়েমন চয়েছিলেন ঠিক তেমনই ছিল; তাঁর হাত চার্টটির উপর ছিল এবং কছু সংখ্যায় থাকা একটা ভুলকে আড়াল করে রেখেছিল, ফলে যতক্ষণ না তাঁর হাত সরানো হয়েছিল, ততক্ষণ কউে তা দেখতে পারনি।" প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৭৪।

ওই চারটে উপস্থাপতি সত্যগুলো প্রত্যাখ্যান করা মানবে একই সঙ্কে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা, এবং চারটটি দেখায় যে "দর্শন" প্রতিষ্ঠা করে রোম, যুক্তরাষ্ট্র নয়—যে "দর্শন" সম্পর্কে সলোমন আমাদের শিক্ষা দেন যে, সেই "দর্শন" ব্যতীত ঈশ্বরের লোকেরো নাশ হবে।

শয়তান... নরিন্তর ভ্রান্ত বস্তু চাপিয়ে দিচ্ছে—সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নতি। শয়তানের শেষতম প্রতারণা হবে ঈশ্বরের আত্মার সাক্ষ্যকে অকার্যকর করে দেওয়া। 'যখনই দর্শন নেই, সখনই লোকেরো নাশ পায়' (হিতোপদেশে ২৯:১৮)। ঈশ্বরের অবশেষ্ট জনগণের সত্য সাক্ষ্যের প্রতি আস্থা টলিয়ে দিতে শয়তান চতুরতার সঙ্কে, বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করবে।

"সাক্ষ্যসমূহের বিরুদ্ধে এক শয়তানিকি ঘণা জ্বলবে উঠবে। শয়তানের কার্যকলাপ হবে সেগুলোর প্রতি গরিজাগুলোর বিশ্বাসকে অস্থির করে দেওয়া; কারণ: ঈশ্বরের আত্মার সত্যবাক্য, তরিস্কার ও পরামর্শ যদি মানুষ করা হয়, তবে তার প্রতারণাগুলি প্রবশে করানো এবং আত্মাগুলিকে তার ভ্রান্তিতে বঁধে ফেলার জন্য শয়তান এতটা স্পষ্ট পথ পাবে না।" নরিবাচতি বার্তাসমূহ, খণ্ড ১, ৪৮।

যনি বাহ্যিকতার আড়ালে দেখেন, যনি সকল মানুষের হৃদয় পড়েন, তনি যাঁরা মহান আলো পেয়েছেন তাদের সম্পর্কে বলেন: 'তারা তাদের নৈতিক ও আত্মিক অবস্থার কারণে কলুষিত ও বসিমতি নয়। হ্যাঁ, তারা নজিদের পথ বেছে নিয়েছে, এবং তাদের প্রাণ তাদের জঘন্যতায় আনন্দ করে। আমিও তাদের ভ্রান্তি বেছে নেবে, এবং তাদের ভয় তাদের ওপর আনবে; কারণ আমি ডাকলে কেউ উত্তর দলি না; আমি কথা বললে তারা শোনেনি; বরং তারা আমার চোখে সামনে মন্দ করল, এবং যতই আমি আনন্দ পাই না সতাই বেছে নলি।' 'ঈশ্বর তাদের কাছে প্রবল ভ্রান্তি পাঠাবেন, যাতে তারা মথিয়া বিশ্বাস করে,' 'কারণ তারা সত্যের প্রতি প্রমে গ্রহণ করেনি, যাতে তারা উদ্ধার পতে পারে,' 'বরং অধার্মিকিতায় আনন্দ পেয়েছিলি।' যশাইয় ৬৬:৩, ৪; ২ থসালনীকীয় ২:১১, ১০, ১২।

স্বরগীয় শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন: "সঠিক ভিত্তি ওপর আপনি নিরিমাণ করছেন এবং ঈশ্বর আপনার কাজ গ্রহণ করছেন—এই ভানের চয়ে মনকে প্রতারতি করার আরও শক্তিশালী ভ্রান্তি আর কী হতে পারে, যখন বাস্তবে আপনি জাগতিকি নীতি মনে অনেক কিছু করছেন এবং যহিভার বিরুদ্ধে পাপ করছেন? আহা, এটি এক মহান প্রতারণা, এক মোহময় ভ্রান্তি, যা মনকে অধিকার করে, যখন যাঁরা একসময় সত্যকে জেনেছেন, তারা ধার্মিকতার রূপকে তার আত্মা ও শক্তি বলে ভুল করেন; যখন তারা মনে করে যে তারা ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ, এবং কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই, অথচ বাস্তবে তাদের সব কিছুই প্রয়োজন।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৮, ২৪৯, ২৫০।